দৈনিক বাংলা

তারিখ 07 AUG 1995
পৃষ্ঠা : ৮ কলাম ২

51

এ মাসেই নোটিশ দেয়া হবে

ঢাকা ভার্সিটি ক্যাম্পাসে অননুমোদিত ঘর মেস দোকান উচ্ছেদের উদ্যোগ

মুজতবা খন্দকার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নির্মিত অননুমোদিত আবাসিক বাড়িঘর এবং অস্থায়ী দোকান পাট উচ্ছেদের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, চলতি আগস্ট মাসেই এই সমস্ত বাড়িঘর এবং দোকান মালিকদের উচ্ছেদ নোটিশ পাঠানো হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের আরবান স্টাডিজ প্রজেক্টের (ইউএসপি)র এক জরিপ রিপোর্টে বলা হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ একর জমিতে অবৈধ বসত গড়ে উঠেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মোট এলাকা হচ্ছে ৩২০ একর। এইসব বসতে বহিরাগতরা আবাসিকভাবে বসবাস করে এবং অভিযোগ আছে বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ এখানে সংঘটিত হয়। এছাড়া ক্যাম্পাসের বহু সন্ত্রাসী ঘটনা এই আবাসিক বাড়িঘরগুলোর ভাড়া নিয়ে সৃষ্ট জটিলতার কারণে সংঘটিত হয়। জরিপে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে দ্রুত এসব বসত উচ্ছেদ না করা হলে ক্যাম্পাসের স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্নিত হবে বলে মন্তব্য করা হয়।

সূত্র জানান, ক্যাম্পাসের বর্তমান স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ এ অবৈধ বসত উচ্ছেদের উদ্যোগ নিয়েছেন। জরিপ রিপোর্ট ও বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মোট ১১টি বসতে ৫২৭টি ঘর রয়েছে। এসব স্থানে মেস রয়েছে ৭৬টি। এসব বসতে ৪৫১টি পরিবারের ২ হাজার ৬শ' ১৭ জন

(৪-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটি ক্যাম্পাসে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বসবাস করে। অন্যদিকে মেসগুলিতে বাস করে ৩শ' ৪৫ জন। মোট বসতগুলির মধ্যে শহীদুল্লাহ হল ও ফজলুল হক হলের পাশে রয়েছে তিন একর জমির উপর মোট ১৭টি বসত, অন্যদিকে জহুরুল হক ও সূর্যসেন হলের পিছনে ২ একর জমিতে রয়েছে ৯টি বসত। বাকীগুলি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরাই এসব বসত নির্মাণ করে। পরে তারা নিজে বসবাসের পাশাপাশি এখানে ঘর ভাড়া দেয়। ঐ জরিপ রিপোর্ট ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে এই সব ঘরের মোট ৫৫ শতাংশই ভাড়া দেয়া হয়ে গেছে। এইসব বসত থেকে প্রতিবছর প্রায় ২০ লাখ টাকা ভাড়া আদায় করা হয়। ভার্সিটির অনেক প্রভাবশালী কর্মচারী এর সঙ্গে জড়িত। অনেক সময় ক্যাম্পাসে এই ভাড়া আদায়কে কেন্দ্র করে বিরোধ বাধে। এছাড়াও অনেক সন্ত্রাসী তাদের অস্ত্র এসব বসতিতে লুকিয়ে রাখে।

একই কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী দোকানপাটও উচ্ছেদ করা হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরনের দোকান রয়েছে প্রায় ১৫৫টি, যার বেশীর ভাগে মালিক বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলের পিছনে জসীমউদ্দীন হলের পশ্চিমে যে খোলা মাঠ রয়েছে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারী গরু পালন করেন। এর ফলে ছাত্রদের হলের স্বাভাবিক পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে, কর্তৃপক্ষের কাছে ছাত্ররা একাধিকবার অভিযোগ করেও এ পর্যন্ত কোন ফল পাননি। জানা গেছে, এই গরু পালনও নিষিদ্ধ করা হচ্ছে।

কর্তৃপক্ষের একটি সূত্র জানান, প্রত্যেককে এব্যাপারে আলাদা নোটিশ প্রদান করা হবে। নোটিশে নির্দিষ্ট সময় দেয়া হবে। এরপরও যদি তা না ভেঙ্গে ফেলা হয়, তবে কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ভেঙ্গে দেয়া হবে।

তবে টিএসসি কেন্দ্রিক চায়ের স্টলগুলোর মালিককে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে উচ্ছেদ নোটিশ পাঠানো হবে না। এসব দোকান সাধারণত বিকালেই চালানো হয়। আগামী অক্টোবরে এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হবে।